بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ২৫ শে মার্চ ২০১৬ তারিখে লণ্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

দু'দিন পূর্বে ২৩শে মার্চের দিন ছিল। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য এ দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুহাম্মদিয়া বা মহানবী (সা.)-কে যে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা এ দিন পূর্ণতা লাভ করেছে আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে এবং ইসলামের পুনর্জীবন লাভের যুগের সূচনা হয়েছে।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন, দু'দিন পূর্বে ২৩শে মার্চের দিনছিল। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য এ দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুহাম্মদিয়া বা মহানবী (সা.)-কে যে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা এ দিন পূর্ণতা লাভ করেছে আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে এবং ইসলামের পুনর্জীবন লাভের যুগের সূচনা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) কাদিয়ানীকে এ দিনে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদী হওয়ার ঘোষণার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর যেখানে পৃথিবীতে খোদার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তি এবং প্রমাণ উপস্থাপনের কথা ছিল সেখানে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব আর সকল ধর্মের মাঝে এটি যে এক সম্পূর্ণ এবং উৎকর্ষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম তা প্রমাণ করার ছিল এবং খোদার শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রেম এবং ভালোবাসায় মানুষের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করার ছিল। সুতরাং আমরা আজ এক সৌভাগ্যবান জাতি যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত হয়েছি। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানা বা মান্য করা যেখানে আনন্দের ও কৃতজ্ঞতার বিষয় সেখানে এটি আমাদের বর্ধিত দায়িত্বের প্রতিওইঙ্গিত করে। সুতরাং এই দায়িত্বকে বোঝা এবং অনুধাবন করা আর তা পালনের প্রতিও আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের দায়িত্বাবলী কি কি? আমাদের দায়িত্ব হলো, সে সমস্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বা সেসমস্ত কাজ অব্যাহত রাখা যে কাজ করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রেরীত হয়েছেন, কেবল তবেই আমরা সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে নতুন জমিন বা পৃথিবী এবং নতুন আকাশ প্রস্তুতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ছিল। অতএব এই দায়িত্বকে বোঝার জন্য মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিই আমাদের দেখতে হবে যে, তাঁর প্রেরীত হওয়ার উদ্দেশ্যাবলী কি কি আর আমরা তা কতটা বুঝতে পেরেছি এবং নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেছি, আর সেগুলোর প্রসার এবং প্রচারের ক্ষেত্রে কতটা ভূমিকা পালন করেছি বা করছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন তা হলো, খোদা এবং তাঁর বান্দাদের সম্পর্কের মাঝে যেই পঙ্কিলতা ও কলুষতা দেখা দিয়েছে তা দূরীভূত করে ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আর দ্বিতীয় কথা হলো সত্যকে জয়যুক্ত করে ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে মিমাংসার ভীত রচনা করা। এছাড়া ধর্মীয় শাস্বত সত্য যা পৃথিবীর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে তা প্রকাশ করা। আর চতুর্থ কথা হলো, আধ্যাত্মিকতা যা রিপুজ অমানিশার তলায় চাপা পড়ে গেছে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। এছাড়া খোদার শক্তিকেযা মানুষের মাঝে প্রবেশ করে মনোযোগ এবং দোয়ার আকারে প্রকাশ পায় তা শুধু কথা সর্বস্ব নয় বরং বাস্তব অবস্থার

মাধ্যমে প্রকাশ করা। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো সেই খাঁটি এবং সমুজ্জ্বল একত্ববাদ যা সকল প্রকার শিরকের মিশ্রণ থেকে পবিত্র, পুনরায় জাতির মাঝে তার স্থায়ী বীজ বপন করা আর এই সবকিছু আমার নিজের শক্তিবলে হবে না বরং সেই খোদার শক্তিবলে হবে যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা।

অতএব এই উদ্বৃতিতে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কথা বলা হয়েছে যা এই যুগের প্রয়োজন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সংক্ষিপ্ত রূপে তা এই উদ্বৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর তিনি যখন বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই কাজের জন্য পাঠিয়েছেন তখন এর অর্থ হবে তাঁর মান্যকারীরা এই সকল বৈশিষ্ট্যাবলী নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করে ইসলামের সৌন্দর্য এবং ইসলাম যে জীবন্ত ধর্ম তা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরবে বা এই তুলে ধরা তাদের দায়িত্বহবে। সুতরাং আমাদের প্রথম আবশ্যকীয় দায়িত্ব হলো, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করি এবং এই ক্ষেত্রে আগ্রগামী হই, খোদা এবং তাঁর রসূল আর তাঁর ধর্মের সাথে সুসম্পর্ক, ভালোবাসা আর নিষ্ঠায় উন্নতি করি, আমরা যেন পৃথিবীকে এটি বলি যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে এক উম্মত বা ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই নিষ্ঠাবান দাসকে সব নবীদের পোষাকে অর্থাৎ তাঁদের বৈশিষ্ট্য সহকারে পাঠিয়েছেন। তাঁর মিশনের অধীনে, তাঁর পৃথিবীতে প্রেরীত হওয়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা এবং এর সত্যতা পৃথিবীর সামনে আমাদের স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। এর জন্য আমাদের ব্যবহারিক আচার আচরণও আদর্শ স্থানীয় হতে হবে। আমাদেরকে আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে আর রিপুর তাড়নাকেও পরাস্ত ও পরাজিত করতে হবে। পৃথিবী বাসীকে আমাদের দেখাতে হবে যে, সেই খোদা আজও একইভাবে দোয়া শ্রবণ এবং গ্রহণ করেন আর আজও তাঁর খাঁটি বান্দাদের এবং তাঁর মনোনীতদের বা প্রেরীতদের দোয়ার উত্তর দেন যেভাবে পূর্বে দিতেন আর তাঁর খাঁটি বান্দাদের হৃদয়ের প্রশান্তিরও ব্যবস্থা করেন। জগতবাসীকে এই কথা বলা আমাদের দায়িত্ব যে, খোদা তা'লা এক এবং অদ্বিতীয়। সবকিছু লয়শীল বা নশ্বর কেবল তাঁর সত্তাই অনাদী এবং অনন্ত। সুতরাং আমাদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা সেই এক, অদ্বিতীয় এবং চিরস্থায়ী খোদার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাঝেই নিহিত। আমরা যখন ২৩শে মার্চ তারিখে মসীহ্ মওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করি তখন এই সকল কথার প্রেক্ষাপটে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসাও করা উচিত যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই সকল গুণাবলীই পৃথিবীতে সৃষ্টি করার জন্য এসেছেন, আমরা যারা তাঁর মান্যকারী আমাদের মাঝে এসব গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে কিনা, আমরা নিজেদের জীবনে এইসব বিপ্লব আনয়নের চেষ্টা করছি কিনা। আরও অনেক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর প্রেরীত হওয়ার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর কিছু উদ্বৃতি আমি এখন আপানাদের সামনে উপস্থাপন করবো। একবার তিনি (আ.) বলেন, এই অধম কেবল এই উদ্দেশ্যে প্রেরীত হয়েছে যেন আল্লাহ্র সৃষ্টিকে এই বাণী বা পয়গাম পৌঁছাতে পারে যে, পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল ধর্মের মাঝে সেই ধর্মই সত্যের ওপর এবং আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা ও তাঁর সন্তুষ্টি সম্মত যা কুরআন নিয়ে এসেছে আর মুক্তি নিবাসে প্রবেশের দ্বার হলো, লা ইলাহা ইল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।

অপর এক জায়গায় তিনি বলেন,

এই কথাও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর যে, আমার প্রেরীত হওয়ার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি। আমার আগমনের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো, কেবল ইসলামের সংস্কার এবং ইসলামের সমর্থন। এর অর্থ এটি করা উচিত নয় যে, আমি কোন নতুন শরীয়ত শিখাতে এসেছি বা নতুন কোন আদেশ নিষেধ নিয়ে এসেছি বা নতুন কোন ঐশী গ্রন্থ নাযেল হয়েছে, মোটেই এমন নয়। যদি কোন ব্যক্তি এমনটি মনে করে তাহলে আমার মতে সে চরম পথভ্রষ্ট এবং বেদ্বীন। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র সত্তায়

শরীয়ত এবং নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখন কোন নতুন শরীয়ত আসতে পারে না। কুরআন খাতামুল কুতুব অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ। এতে একটি বিন্দু বিসর্গও পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। তবে হ্যা এটি সত্য কথা যে, মহানবী (সা.)-এর বরকত এবং কল্যাণরাজি আর কুরআনী শিক্ষা এবং কুরআনী হিদায়াতের ফল ও ফসল বন্ধ হয়ে যায়নি, তা সকল যুগে সতেজ ও সহজলভ্য হিসেবে বিরাজমান আর সে সকল কল্যাণরাজি এবং বরকতের প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দন্ডায়মান করেছেন।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেরীত হওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

আমার আগমনের দু'টো উদ্দেশ্য রয়েছে। মুসলমানদের জন্য তা হলো, প্রকৃত তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা করা। তারা যেন এমন সত্যিকার মুসলমান হয় যা মুসলমান নাম রাখার পিছনে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য ছিল। আর খ্রিস্টানদের জন্য তা হলো, যেন ক্রুশ ভঙ্গ হয় আর তাদের কৃত্রিম খোদা যেন সামনে না আসে। এই পৃথিবী যেন তাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায় আর এক অদ্বিতীয় খোদার যেন ইবাদত হয়। আমার এই উদ্দেশ্যাবলী দেখেও মানুষ কেন আমার বিরোধিতা করে। স্মরণ রেখ! আমার জামাত যদি নিছক ব্যবসা হয়ে থাকে তাহলে এর নাম চিহ্নই মিটে যাবে। কিন্তু যদি তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হয়ে থাকে আর নিশ্চয় এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, তাহলে সারা পৃথিবীও যদি এর বিরোধিতা করে তবুও এটি বৃদ্ধি পাবে, বিস্তার লাভ করবে এবং ফিরিশতারা এর সুরক্ষা করবে। ইনশাআল্লাহ্ এক জন ব্যক্তিও যদি আমার সাথে না থাকে আর কেউ যদি আমার সাহায্য না করে তাহলেও আমি বিশ্বাস রাখি যে, এই জামাত সফল হবে। আজ ১২৭ বছর পরও আমরা দেখি যে, ঐশী সমর্থন তাঁর সাথে রয়েছে। আর এই জামাত আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় উন্নতি করে চলেছে। অতএব আমাদের দায়িত্ব হলো, আমাদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে আমরা যেন হযরত মসীহ্‌মওউদ (আ.)-এর লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হইআর সেই কল্যাণরাজি থেকে যেন অংশ পাই যা তাঁর প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য, যা তাঁকে মান্য করার ফলে লাভ হয়। নতুবা তিনি যেভাবে বলেছেন যে, তিনি আমাদের কারও মুখাপেক্ষি নন, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং ফিরিশতার মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করবেন এবং তাঁর জামাতকে উন্নতি দিতে পারেন এবং দেন।

এরপর তাঁর নিজের প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য তুলে ধরতে গিয়ে একবার তিনি বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন যেন আমি সেই সুপ্ত এবং কবরস্থ ধন ভান্ডার পৃথিবীর সামনে প্রকাশ করতে পারি আর সেইসব আক্রমণের কাদা যা সেই সব সমুজ্জল মণিমুক্তার ওপর লেপন করা হয়েছে তা থেকে যেন তাকে পবিত্র করতে পারি। কুরআন শরীফের সম্মানকে সকল নোংরা শত্রুর আপত্তির কলুষ থেকে মুক্ত করার জন্য খোদা তা'লার আত্মাভিমান এখন যারপরনাই উদ্যত। এক কথায় এমন পরিস্থিতিতে, যখন শত্রু লেখনির মাধ্যমে আমার ওপর হামলা করতে চায় আর করে, এটি কত বড় নির্বুদ্ধিতা হবে যদি আমরা তাদের সাথে লাঠালাঠি বা মারামারিতে প্রস্তুত হয়ে যাই। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, এমন পরিস্থিতিতে ইসলামের নাম নিয়ে কেউ যদি যুদ্ধ বিগ্রহের রীতি অবলম্বন করে তাহলে প্রত্যুত্তরে ইসলামকে সে দুর্নাম করবে। কখনও অনর্থক বিনা প্রয়োজনে তরবারি হাতে নেওয়া ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই সর্বপ্রথম নিজের বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আত্মশুদ্ধি করা উচিত, নিজের মন মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে আত্মশুদ্ধি করা উচিত। তাক্বওয়া এবং সততার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য এবং বিজয়ের দোয়া করুন, এটি খোদার অটল এবং সুদৃঢ় নীতি ও রীতি। যদি মুসলমানরা শুধু কথার খই ফুটিয়ে সাফল্য এবং বিজয় চায় তাহলে সেটি সম্ভব নয়। কেবল বড় বড় বুলি আওড়ানো এবং শব্দ শুনেই আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট নন বরং তিনি প্রকৃত তাক্বওয়া চান এবং প্রকৃত পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। তিনি বলেন,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ (সূরা আন্-নাহল: ১২৯)। অতএব এই তাক্বওয়াই আমাদের নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা জগতবাসীকে অবহিত করতে হবে আর মুসলমানদেরকেও বলতে হবে যে, ইসলামের প্রসার তাক্বওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই যুলুম এবং অত্যাচারে সীমা লঙ্ঘনের পরিবর্তে নিজেদের মাঝে তাক্বওয়া সৃষ্টি কর, তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি কর। ইসলামের নামে যেসব আক্রমণ হয় এটি ইসলামের সমর্থন নয় বরং ইসলামকে দুর্নাম করার কারণ। আর নিরীহ লোকদের হত্যা করা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হচ্ছে। সম্প্রতি বেলজিয়ামে যে নিরীহ লোকদের হত্যা করা হয়েছে, যে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে যার ফলে কয়েক ডজন নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছে আর শত শত লোক আহত হয়েছে, এই কাজ কখনও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কাজ হতে পারে না। এ যুগে যখন আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এখন ধর্মের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম বা নিষিদ্ধ তখন এমন কাজ খোদার ক্রোধের কারণ হচ্ছে। কেউ বলতে পারে না যে, আমরা এই যুগে এই বাণী পাইনি। সবাই জানে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এখন ধর্মের জন্য সকল যুদ্ধ করা হারাম। ধর্মের নামে যারা অন্যায় অবিচার করছে বা মুসলমান হয়েও যারা অন্যায় অবিচার করছে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কান্ডজ্ঞান দিন, সরকার হোক বা কোন গোষ্ঠিই হোক না কেন তারা যেন যুগ ইমামের ডাকে সাড়া দিয়ে অন্যায় অবিচার থেকে বিরত হয় আর সেই সত্যিকার অস্ত্র ব্যবহার করে যা এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন। তিনি এক জায়গায় বলেন, নিশ্চিত জেনে নাও যে, এখন তরবারির নয় বরং কলমের প্রয়োজন। আমাদের বিরোধীরা বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তিকর কথা বার্তা উত্থাপন করেছে, খোদার সত্য ধর্মের ওপর হামলা করতে চেয়েছে এটি দেখে আমার মনোযোগ এদিকে আকর্ষিত হয়েছে যে, আমি যেন কলমের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিজ্ঞান এবং জ্ঞানগত উন্নতির এই ময়দানে নেমে ইসলামের আধ্যাত্মিক বীরত্ব এবং আভ্যন্তরীন শক্তির কারিশমা বা নিদর্শন প্রদর্শন করি। আমি কোন এক সময় সেই সকল আপত্তি এবং কুমন্ত্রণা গুনেছি যা আমাদের বিরোধীরা ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছে। আমার ধারণা অনুসারে এর সংখ্যা তিন হাজারে পৌঁছেছে। এসব আপত্তি অদূরদর্শী এবং নির্বোধদের দৃষ্টিতে আপত্তি কিন্তু আমি তোমাদের সত্য বলছি, আমি যেখানে এসব আপত্তি গণনা করেছি সেখানে এটিও ভেবেছি যে, এসব আপত্তির পিছনে অনেক বিরল সত্য অন্তর্নিহিত আছে যা দৃষ্টিহীনতার কারণে আপত্তিকারীদের চোখে পড়েনি আর সত্যিকার অর্থে এটি ঐশী প্রজ্ঞা যে, যেখানেই অন্ধ আপত্তিকারীরা আটকে গেছে বা হোঁচট খেয়েছে সেখানেই সত্য এবং তত্ত্বজ্ঞানের ধন ভান্ডার সুপ্ত বা কবরস্থ আছে। পুনরায় তিনি বলেন, ইসলামের জ্যোতি প্রকাশের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাকে পাঠিয়েছেন আর খ্রিস্ট ধর্মের বিশ্বাস এমন যে, স্বয়ং তারা নিজেরাও বোঝে না, এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, এরা সেই ঢোল বাজাচ্ছে যা আজ জবরদস্তিমূলকভাবে তাদের গলায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এক কথায় এদের বিশ্বাসের কথা আর কতটাই বা বলবো, সত্য তাই যা ইসলাম নিয়ে এসেছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন যেন সেই জ্যোতি যা ইসলামে বিদ্যমান তা সত্য সন্ধানীদের দেখাতে পারি। সত্য কথা হলো আল্লাহ্ তা'লা আছেন আর তিনি এক। এই শ্রেষ্ঠত্ব এবং এই গর্ব ইসলামেরই প্রাপ্য যে, সকল যুগে এর সাথে সমর্থনসূচক নিদর্শন থাকে আর এ যুগকেও খোদা তা'লা বঞ্চিত করেননি। তিনি আমাকে সেই সকল সমর্থনসূচক নিদর্শনের মাধ্যমে এ যুগে ইসলামের সত্যতা পৃথিবীর সামনে স্পষ্ট করার জন্য পাঠিয়েছেন যা ইসলামের বৈশিষ্ট্য। কল্যাণমন্ডিত সে যে এক সুস্থ্য হৃদয় নিয়ে আমার কাছে সত্য গ্রহণের জন্য আসে,আর কল্যাণ মন্ডিত সে যে সত্য দেখে তা গ্রহণ করে। এরপর হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে জীবিত থাকা সংক্রান্ত মুসলমানদের যে ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে তা তিনি খন্ডন করেন এবং মুসলমানদের সামনে স্পষ্টভাবে এর ভ্রান্তি তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে মূল থেকে উৎপাটনের জন্য যা খ্রিস্টানরা মুসলমানদের মাঝে সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন,

একবার হযরত ঈসা বা মসীহ্‌র প্রয়োজনিয়তা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি বলেন যে, এখন ঈসার আগমনের প্রয়োজন কি ছিল। অন্যান্য প্রয়োজন এবং কারণগুলো যদি ছেড়েও দেয়া হয় তাহলে মুসা (আ.)-এর উম্মতের দিক থেকে সাদৃশ্যের দিক থেকেও ঈসার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। অন্যান্য প্রয়োজনের কথা বাদ দাও। হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে এই উম্মতের যে সামঞ্জস্য এবং সাদৃশ্য রয়েছে সেই নিরিখেও ঈসার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা হযরত ঈসা (আ.) মুসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দিতে এসেছিলেন বস্তুত আমি বুরুজ বা প্রতিচ্ছবির প্রতিচ্ছায়ার একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরি কিন্তু যারা বলে যে না স্বয়ং ঈসা (আ.) পুনরায় আসবেন তাদের কোন দৃষ্টান্ত তুলে ধরা উচিত, যদি তারা না পারে আর অবশ্যই তারা পারবে না, তাহলে এমন কথা কেন বলে যা ইসলামে নতুন আবিষ্কারের নামান্তর, নতুন কথা ইসলামে ঢোকানোর নামান্তর। এই ধরণের নতুন কথা পরিহার কর, কেননা তা ধ্বংসের কারণ। মুসলমানদের অবস্থা দেখে আমার আক্ষেপ হয় যে, তাদের সামনে ইহুদীদের একটা দৃষ্টান্ত পূর্ব থেকেই বিদ্যমান আর দৈনিক পাঁচ বেলার নামাযে এরা غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (সূরা আল-ফাতিহা: ০৭) দোয়া করে আর সর্ব সম্মতভাবে এটিও মানে যে, এর দ্বারা ইহুদী বুঝানো হয়েছে কিন্তু তারপরও আমি বুঝি না যে, এই পথকে তারা কেন অবলম্বন করে, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর সত্যতার প্রেক্ষাপটে চার ধরণের নিদর্শনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, প্রধানত আরবী জ্ঞানের নিদর্শন আর এটি আমি তখন লাভ করেছি যখন এই অধম সম্পর্কে মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী লিখেছিল যে এ অধম আরবীর একটি ফরমও জানেনা অথচ আমরা কখনও দাবিও করিনি যে, আরবীর কোন সীগা আমরা জানি, কিভাবে খোদা তা'লা নিদর্শন মূলকভাবে সাহায্য করেছেন। আমরা এ সকল

রচনাবলীকে বড় পুরস্কারের ঘোষণার সাথে ছাপিয়েছি এবং বলেছি যার কাছ থেকে ইচ্ছা সাহায্য নাও আর ভাষাভাষিকে সাথে যুক্ত কর। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এ কথার নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে এরা আদৌ সফল হতে পারবে না, কেননা এই নিদর্শন কুরআনের অলৌকিক নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে প্রতিচ্ছবি বা প্রতিচ্ছায়া হিসেবে আমাকে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় হল দোয়া গৃহিত হওয়া। আমি আরবী রচনার সময় অভিজ্ঞতা করে দেখেছি যে, কত অজস্র ধারায় আমার দোয়া গৃহিত হয়েছে। আর তৃতীয় নিদর্শন হল ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত। অর্থাৎ অদৃশ্যের প্রভূত সংবাদ প্রদান। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানের পার্থক্য হল ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংবাদ নিজের মাঝে ঐশী প্রতাপ রাখে। কুরআনে স্পষ্টভাবে বলেছেন ? فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ (সূরা আল-জিন্ন: ২৭-২৮) এখানে 'ইউযহিরু' শব্দ থেকেই বোঝা যায় যে, এর মাঝে এক প্রতাপ এবং ক্ষমতা নিহিত থাকে। চতুর্থ নিদর্শন হল কুরআনের সুক্ষ্মতা এবং তত্বের জ্ঞান, কুরআনের তত্ব সেই ব্যক্তি ছাড়া কারো সামনে প্রকাশ পেতে পারে না, যে পবিত্র বা যাকে পবিত্র করা হয়েছে। لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝ (সূরা আল-ওয়াকিয়া: ৮০) আমি বেশ কয়েকবার বলেছি যে, আমার বিরোধিরাও একটি সূরার তফসীর করুক আর আমি এক সূরার তফসীর করছি এরপর তুলনা করে দেখা যেতে পারে কিন্তু কেউ সাহস দেখায় নি। বস্তুত এই হলো চারটি নিদর্শন যা বিশেষভাবে আমার সত্যতার জন্য আমি লাভ করেছি। আমার সত্যতার অনুকুলে আমি লাভ করেছি। সুতরাং আমরা পরম সৌভাগ্যবান যে, আমরা আগমনকারী মসীহ্ মওউদকে গ্রহণ করেছি আর বয়আত করে নিজদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের এবং কুরআনী শিক্ষাকে শিরোধার্য করার অঙ্গীকার করেছি আর সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি যারা কৃতজ্ঞতা মূলক সেজদা করে, তারা চোখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার

মানুষ নয় বা আমরা চোখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার মানুষ নয় এটি আমাদের প্রতি খোদার ফজল, কৃপা ও অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে এ যুগে সৃষ্টি করেছেন, যখন মসীহ্ মওউদ পৃথিবীতে এসেছেন। যখন ইসলামের পুনর্জীবন এবং পুনর্বাসনের সূচনা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে সেই খোদার সাথে মিলিত করেছেন যিনি জীবিত জীবন্ত খোদা যিনি আজও কথা শুনেন এবং কথা বলেন যেভাবে পূর্বে শুনতেন এবং কথা বলতেন। সুতরাং খোদার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলতে চাই যে, সম্প্রতি ২৩ শে মার্চের প্রেক্ষাপটে মানুষ পরস্পরকে আজকালকার রীতি অনুসারে ওয়ার্টসঅ্যাপ ইত্যাদিতে ফোনে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল, যদি শুভেচ্ছা এই মানসে জানানো হয় যে আমরা মসীহ্ মওউদকে মেনেছি আর কৃতজ্ঞতামূলকভাবে শুভেচ্ছা বিনিময় হয় তাঁকে মেনে আমরা সে সকল হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি যারা ধর্মের সহায়ক এবং ধর্মের শিক্ষা, আদেশ নিষেধ পৃথিবীতে প্রসারকারী, এমন ক্ষেত্রে এভাবে শুভেচ্ছা বিনিময় করা বিনিময়কারীদের একটা অধিকার ছিল, এটি অধিকার আর এতে কোন সন্দেহ নেই আর এটি কোন প্রকার বিদাতও নয় আর নতুন সংযোজনও নয় ইসলামী শিক্ষার সাথে। আমি আশ্চর্য হই যারা শুভেচ্ছা বিনিময় করছিল তাদেরকে এক ব্যক্তি নিজে এক ধরণের পত্র লেখে কঠোরভাবে বারণ করে যে, এভাবে তোমরা বিদাতের মাঝে হারিয়ে যাবে যেভাবে অন্যান্য মুসলমান বিদতে নিমজ্জিত। আশ্চয্য হতে হয় এই ব্যক্তির আচরণে, আমার মতে তার ধর্মীয় জ্ঞানও আছে, জামাতের ব্যবস্থা সম্পর্কেও তিনি জানেন, তিনি কিভাবে বলতে পারেন যে, তোমরা বিদাতে লিপ্ত হবে। সুতরাং এ ব্যক্তিকে খেলাফতের ঢালের পিছনে থেকে কথা বলা উচিত। খেলাফতের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। যে এমনটি করবে সে হোচট খাবে, পিছলে যাবে। তার হৃদয়ে যদি কোন সংকোচ থাকত তাহলে আমাকে লেখা উচিত ছিল আর বারণ করতে হলে কাউকে এ বিষয়ে এটি খলীফায়ে ওয়াক্তের কাজ স্বয়ং বাড়ন করবেন বা জামাতের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটি করবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেরীত হওয়ার উদ্দেশ্যকে বোঝার, অনুধাবনের এবং সে অনুসারে আমল করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর কয়েক ব্যক্তির জানাযা পড়াব। এক ব্যক্তি হলেন শ্রদ্ধেয়া মাহমুদা সাদী সাহেবা। যিনি জনাব মুসলেহ উদ্দিন সাদী মরহুমের স্ত্রী ছিলেন। ২২ মার্চ ৯৪ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। দ্বিতীয় জানাযা জনাব নুরুদ্দীন চেরাগ সাহেবের। কাদিয়ানের জালাল উদ্দীন মরুহুমের পুত্র তিনি ৪৫ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার সম্পর্ক কাদিয়ানের সাথে, ১০ বছরের অধিককাল ধরে যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছিলেন। এক জনের গায়েবানা জানাযা রয়েছে, সাইয়্যেদা মোবারেকা বেগম সাহেবা, স্বামীর নাম আব্দুল বারী তালুকদার। তিনি ২০ মার্চ, ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

Khulasa Khutba Juma Bangla Huzoor Anwar (atba), (25th March 2016)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331,